কালের কণ্ঠে করোনাতঙ্ক

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

২০২০

পত্রিকা কমিটি-২০২০

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয় : ইতিহাস বিভাগ

সভাপতি - সুমন মন্ডল (৩য় বর্ষ)

সহঃ সভাপতি - জ্যোতি গায়েন (৩য় বর্ষ)

সম্পাদক - ওমর ফারুক (৩য় বর্ষ)

সহঃ সম্পাদক - রাকিবুল ইসলাম (৩য় বর্ষ)

সমন্বয়কারী-প্রান্তিক মন্ডল,আলমগীর মন্ডল (১ম বর্ষ)

আহ্বায়ক - মিজানুর দফাদার, আবির হাসান মন্ডল, রাজিবুল ইসলাম (২য় বর্ষ)

গল্প কমিটি - পিঙ্কি বণিক(১ম বর্ষ)

কবিতা কমিটি - অনিন্দিতা ঘোষ (১ম বর্ষ)

প্রবন্ধ ও নাটক কমিটি - রিয়া মন্ডল,সুদীপ্ত মালি (১ম বর্ষ)

অঙ্কন কমিটি - ঐন্দ্রিলা পাল, হাজেরা খাতুন, মৌসুমী ঘোষ (১ম বর্ষ)

বিবিধ কমিটি - সুমন মন্ডল (৩য় বর্ষ),প্রান্তিক মন্ডল (১ম বর্ষ)

উপদেষ্টা কমিটি(অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগন)

- প্রবাল বাগচি (সহযোগী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান)
- শুভেন্দু বিকাশ শতপথি (সহকারী অধ্যাপক)
- ডঃ বলরাম দাস (সহকারী অধ্যাপক)
- রূপক সাহা (সহকারী অধ্যাপক)
- উর্মিতা রায় (সহযোগী অধ্যাপিকা)

সভাপতি ও সম্পাদকের নিবেদন

প্রতিবছর আমাদের ইতিহাস বিভাগ থেকে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়।এই বছরে আমরা যেহেতু একটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাই বিভাগের পক্ষ থেকে অনলাইন পত্রিকা প্রকাশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই বিষন্নতার।এই বিষন্নতা কাটাতে আমাদের দরকার সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনার। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট উদ্যোগী হয়ে এই পত্রিকা সংকলনে ব্রতী হয়েছে।তবে এ বিষয়ে আমাদের সবথেকে বেশি অনুপ্রেরনা দিয়েছেন আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগন।পত্রিকাটি প্রকাশ করতে সবথেকে বেশি অসুবিধা হচ্ছিল অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে পারস্পরিক মত প্রদানে স্বচ্ছন্দ হতে ।তবে আমরা এই জড়তা কাটিয়ে "গুগল মিট" এর মাধ্যমে একাধিক বার পত্রিকাটি তৈরির বিষয়ে আলোচনা করেছি।পত্রিকাটি তৈরি করতে বিভাগীয় সমস্ত সৃষ্টিশীল ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগন ও সর্বপরি বিভাগের সমস্ত পড়ুয়াদের আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।আমাদের এই পত্রিকাটিতে মূলত করোনাকালীন সময়ের একাধিক দিক নিয়ে লেখা পরিবেশিত হয়েছে।সমস্ত পাঠক- পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ - যদি জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত পত্রিকাটিতে কোন ভুল হয়ে থাকে, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী।।

বিনীত

সুমন মন্ডল (সভাপতি - ৩বর্ষ)
ওমর ফারুক (সম্পাদক- ৩বর্ষ)
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

সূচিপত্র

কবিতা

- করোনা- মৃত্যুর ছদ্মনাম- প্রান্তিক মন্ডল(প্রথম বর্ষ)
- করোনা তুমিই দায়ী- অনিন্দিতা ঘোষ (প্রথম বর্ষ)
- করুনাতে নয়- মিজানুর দফাদার(দ্বিতীয় বর্ষ)
- করোনা তোমার প্রতি- আবির হাসান মন্ডল(দ্বিতীয় বর্ষ)

গল্প

- মানুষের দল নাকি ধার্মিকের দল- পিঙ্কি বণিক(প্রথম বর্ষ)

প্রবন্ধ

- করোনা ভাইরাস- রাজিবুল ইসলাম (দ্বিতীয় বর্ষ)
- করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি এবং বিশ্ব রাজনীতি--ওমর ফারুক (তৃতীয় বর্ষ)
- করোনা ঝড়ে অন্য পৃথিবী - রাকিবুল ইসলাম(তৃতীয় বর্ষ)
- করোনায় বদলাচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা-প্রান্তিক মন্ডল(প্রথম বর্ষ)
- ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে করোনা ভাইরাস - জ্যোতি গায়েন(তৃতীয় বর্ষ)

নিবন্ধ

- 2020 কি সত্যিই মৃত্যুপুরী?- ঐন্দ্রিলা পাল' (প্রথম বর্ষ)
- ও ডাক্তার- সুদীপ্ত মালী(প্রথম বর্ষ)
- বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমানাধিকার- সুমন মন্ডল(তৃতীয় বর্ষ)

নাটক

- করোনাপ্রবাহে সাধারণ শ্রমিকের জীবন - রিয়া মন্ডল (প্রথম বর্ষ)

চিত্র অঙ্কন

- অনিন্দিতা ঘোষ, ঐন্দ্রিলা পাল, মৌসুমী ঘোষ, হাজেরা খাতুন (প্রথম বর্ষ)

বিবিধ

- মহামারীর সময় সারণী- আলমগীর মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)
- করোনা আমরা ঐক্যবদ্ধ-রাজু মাঝি (প্রথম বর্ষ)

করোনা- মৃত্যুর ছদ্মনাম

করোনা-তুমি এক মারণাস্ত্র,

মৃত্যুর এক ছদ্মনাম।

করোনা- তোমার জন্মস্থান চীন,

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস,

তুমি বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে দিলে ত্রাস?

করোনা-তোমার করালগ্রাসে,

নিভে গেছে শতলাখো নিরীহ প্রাণের স্পন্দন,

পৃথিবীতে আজ নেমেছে অন্ধকার।

করোনা তুমি সৃষ্টি করেছ বাঁচার লড়াই,

তুমি যুদ্ধের এক নাম।

তুমি শিখিয়েছো একতাই বল।

করোনা-তুমি বিশ্বকে করেছ লকডাউন,

জন্ম দিয়েছো শ্রমিকের পেটে ক্ষুধা।

মানুষকে করেছো কর্মহীন- গৃহবন্দী,

তাই মানুষ চাইছে পরিত্রাণ

তাই মানুষ চাইছে পরিত্রাণ।।

করোনা-তুমি নিয়েছো বহুল,

কিন্তু দিয়েছোও কিছু।

করোনা-তুমি ভুলিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা,

কমিও ছো মানুষকে নিয়ে রাজনীতি খেলা।

করোনা তোমার কৃপায় পৃথিবীতে এসেছে,

দূষণহীন ভোর, শোনা যাচ্ছে পাখির কলতান।

কিন্তু পৃথিবীর আজ হৃদয় বিষন্ন।

মানুষের মধ্যে নেই হাসি, আছে শুধু আতঙ্ক।

এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে

ঈশ্বর কোথায় গেল?

আসলে ঈশ্বর হলেন চিকিৎসক

যারা এখন বাঁচাচ্ছে প্রাণ।

তাই তাদের পায়ে রইল শতকোটি প্রণাম।

করোনা-তুমি এবার বিদায় নাও,

ফিরিয়ে দাও মানুষের অনাবিল হাসি।

আর শেষে তুমি নও,

তোমার বিরুদ্ধে মানুষেরই হোক জয়

তোমার বিরুদ্ধে মানুষেরই হোক জয়।।

প্রান্তিক মন্ডল
প্রথম বর্ষ

করোনা ভাইরাস

করোনা ভাইরাস কোন একটি মাত্র ভাইরাসের নাম না, এটি একটি পরিবারের নাম। একটা মজাদার কথা বলবো, শীতকালে যে সাধারণ সর্দি , কাশি হয় সেটাও একধরনের 'করোনা ভাইরাস'। ২০০২-২০০৩ সালে একটি 'সার্স' ভাইরাস ছড়িয়ে ছিল সেটাও একধরনের 'করোনা ভাইরাস'। আর এখন যে ভাইরাস মানুষকে শারীরিক ভাবে অসুস্থ করছে সেটাও একধরনের 'করোনা ভাইরাস'। আর এই নতুন করনা ভাইরাসটি পাওয়া গেছে চীনের হুয়ান প্রদেশে, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯। বৈজ্ঞানিকরা এর নাম রেখেছে 'নতুন করোনা ভাইরাস'। এই ভাইরাস বৈজ্ঞানিকদের কাছে এতটাই নতুন ছিল যে তারা এর নাম 'নতুন করোনা ভাইরাস' রেখে দেয়।

এই করোনা ভাইরাস গুলি কনোনাকোন পশু থেকেই ছড়ায় । ২০০২-০৩ সালের 'সার্স' ভাইরাসটি ছড়িয়ে ছিল চাম বাদুড় থেকে। ' মের্স ' নামে আর একটি করোনা ভাইরাস ২০১২-২০১৩ সালে পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে ছিল 'উট' থেকে। আর এই 'নতুন করোনা ভাইরাস' উৎপত্তি নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মত দিয়েছেন যে এটি 'সাপ' থেকে ছড়িয়েছে। আবার অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে এটা আবার 'চাম বাদুড়' থেকেই ছড়িয়েছে। কারন তারা দেখেছেন যে 'চাম বাদুড়' যে করোনা ভাইরাসটি আগে ছড়িয়ে ছিল তার সাথে এই নতুন করোনা ভাইরাসের ৯৬% মিল আছে।

এই সব করোনা ভাইরাসের উপসর্গ প্রায় একইরকম,কাশি,সর্দি,জ্বর,হাঁচি, মাথা যন্ত্রণা ইত্যাদি। আর এসব গুলো আপনার তখনোও হয় যখন সাধারণ সর্দি, কাশি হয়,এরফলে এটা বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায় যে, আপনি করোনায় আক্রান্ত কিনা। আর এই জন্য ডাক্তারদের পরীক্ষাগ্যারে যাচাই করতে হয়। আর কোন ব্যাক্তি যদি করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে তার লক্ষন দেখা দিতে প্রায় ২-১১ দিন সময় লাগে।

ভারতে এই মুহূর্তে এখনো পযর্ন্ত ১,৭৫৪,১১৭ জন আক্রান্ত, আর মৃত ৩৭,৪১৫ জন , বেঁচে ফিরেছেন ১,১৪৮,১০৩ জন। আর পুরো পৃথিবীতে ১৮,০২৬,৭১৬ জন আক্রান্ত , আর মৃত ৬৮৮,৯৮২ জন, এবং বেঁচে ফিরেছেন ১১,৩৩৪,৯৮৫ জন, আর এই সংখ্যাটি বেড়েই চলেছে। আপনি যদি করোনায় আক্রান্ত হন তাহলে আপনার ২.৩%সম্ভাবনা আছে মৃত্যুর আর বেঁচে ফিরে আসার সম্ভাবনা ৯৭.৭%যদি আপনি সুস্থ-সবল দেহের পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হন। বৃদ্ধদের মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি।এখনো পর্যন্ত করোনায় ৮৯% মৃত মানুষ, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগে থেকেই দূর্বল ছিলো অন্য কোনো কারণে, যেমন হৃদ রোগ , মধুমেহ ইত্যাদি এবং এদের বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে ছিলো।বৈজ্ঞানিকরা বলেন, যে ভাইরাস খুব দ্রুত ছড়ায় তার জীবন হানির ক্ষমতা কম, যেমন 'কমন কোল্ড', ' চিকেন পক্স' এরা খুব দ্রুত ছড়ায় এবং এদের মৃত্যুর হার ০.০১%। অপরদিকে 'ইবোলা' এটি খুব ধীরে ছড়ায় এবং এর মৃত্যুর হার ৭০%। বৈজ্ঞানিকদের ধারনা করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর হার ১০% এর কাছাকাছি হবে।

করোনা ভাইরাস এই ভাবেই ছড়ায় যেভাবে সাধারণ সর্দি, কাশি ছড়ায়। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যাক্তি যদি হাঁচে বা কাশে তাহলে তার শরীরে থাকা ভাইরাস সামনে থাকা কোনো ব্যাক্তির দেহে প্রবেশ করে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকদের ধারনা যে এটি হাওয়ার সাথে ভেসে চলেছে। আমরা করোনা ভাইরাসকে

ছড়িয়ে পড়া থেকে রোধ করতে পারি বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন-মাস্ক পরা, বারবার হাত ধোওয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি।

সোস্যাল মিডিয়ায় অনেক ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে। যেমন- 'রসুন জল খেলে করোনা সেরে যাবে এবং এটি একটি চিনের ডাক্তারের মতবাদ নাকি । এটি ব্যবহার করার ফলে অনেকের সেরেও গিয়েছে নাকি।' আমাদের সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে হোমিওপ্যাথি আর আয়ুর্বেদিক খেলে ঠিক হয়ে যাবে'। হিন্দু মহাসভা থেকে বলা হচ্ছে যে গোমুত্র এবং গোবর খেলে করোনা রোগীরা ঠিক হয়ে যাবে। এছাড়াও 'বাবা রাম দেবের পতঞ্জলির ওষুধ' ইত্যাদি। আসলে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনো ওষুধ বা টীকা আবিষ্কার হয়নি। যদি আপনার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় তাহলেই আপনি করোনা যুদ্ধে জয়ী হবেন।

সাধারণ ভাবে যেকোনো টীকা আবিষ্কার করতে ১০বছর সময় লাগে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের টীকার ওপরে যে গতিতে কাজ চলছে তা দেখে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে করোনা ভাইরাসের টীকা এক বা দেড় বছরে আবিষ্কার হতে পারে। এখনো পর্যন্ত যে টীকা টি সবথেকে দ্রুত আবিষ্কার হয়েছে সেটি হলো ' মামস' এর টীকা ,এটি তৈরী করতে সময় লেগেছে ৪ বছর। আর অন্য দিকে 'HIV' এর টীকা এখানো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, আশা করা হয় যে এটা ২০৩০সালে সম্পূর্ণ হবে, এবং এর পুরো সময় টা লাগবে ৫০ বছর। যেকোনো টীকা তৈরি করার পর তাকে ৩টি ধাপে পরীক্ষা করা হয়। ১ম ধাপে পশুর ওপর পরীক্ষা, ২য় ধাপে কয়েকশো মানুষের ওপর পরীক্ষা। ৩য় ধাপে কয়েক হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা করা হয়। তবে এতেও অনেক সময় লাগে কারণ দূর ভবিষ্যতে এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় কি না তা জানতে। সারা বিশ্বে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের ১৭টি টীকার পরীক্ষামূলক ব্যবহার চলেছে।যার একটি মাত্র টীকা যেটি চীনের সৈন্যরা ব্যবহার করছে কিছু সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে।বিশ্বে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের টীকা তৈরির কাজে এগিয়ে আছে 'মডার্না কোম্পানি' দ্বারা পরিচালিত টীকা যার এখনো ৩য় ধাপের পরীক্ষা বাকি আছে।এছাড়াও জার্মানির 'ফাইজার এবং বায়োনেটিক' কোম্পানি। আর টীকা তৈরির কাজে প্রথমে চলছে 'ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড' এর টীকা যার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা ব্রাজিলে ৫০০০ লোকের ওপর শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতে যে টীকাটি সর্ব প্রথমে আছে সেটি হল 'কোভ্যাকসিন', এটি তৈরি করছে 'ভারত বায়োটেক' কোম্পানি যেটি অবস্থিত হায়দ্রাবাদে । এই টীকার ১ম এবং ২য় ধাপের পরীক্ষা চলেছে হায়দ্রাবাদে ১০০০ লোকের ওপর।কিন্তু এটা বলা কি ঠিক হবে যে ১৫ই আগষ্টে টীকা তৈরি হয়ে যাবে। আর যদি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ পরীক্ষা না করে এটি দেওয়া হয় তাহলে তো ভবিষ্যতে এর নানারকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

রাজিবুল ইসলাম
(দ্বিতীয় বর্ষ)

করোনা তুমিই দায়ী

করোনা তুমি এসেছো দ্বারে –
এনেছো ত্রাস করেছো গ্রাস
করেছো বিপন্ন, জীবনটাকে।

করোনা তুমি হেনেছো আঘাত –
বসিয়েছো দাঁত বাড়িয়েছো থাবা
স্তব্ধ করেছো, ব্যস্ততাকে।

করোনা তুমি এনেছো মৃত্যু –
তুলেছো হাহাকার কেড়েছো হাসি
কাঁদিয়েছো, সমগ্র ভুবনকে।

করোনা তুমিই দায়ী ,
তোমার স্পর্শেই মৃত্যু ।

করোনা তুমিই ঘুচিয়েছো ভেদাভেদ –
তবুও, প্রিয়জনকে করেছো পর !

অনিন্দিতা ঘোষ
প্রথম বর্ষ

মহামারীর সময় সারণী

৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব

এপিডেমিক অব এথেন্স খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে স্পার্টার সাথে এথেনীয়দের যুদ্ধ চলছে, খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না গ্রিকরা। তার ওপর মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে আসে 'দ্য প্লেগ অব এথেন্স' নামে পরিচিত পৃথিবীর প্রথম প্লেগ মহামারী। এই রোগটি ভেরিওলা ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এটি স্পর্শ জনিত রোগ এবং এটি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এই রোগের কারণে এথেন্সে মারা গিয়েছিল ৩০ হাজারের বেশি মানুষ, যা ছিল ওই নগরের ২০ শতাংশ মানুষ।

৫৪১ খ্রিস্টাব্দ

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বাইজেনটাইনে ৫৪১ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়া বাহিত রোগ প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুইশো বছর এই রোগ মধ্য প্রাচ্যে, এশিয়া, ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়ায়। ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর মহামারী বলা হয় একে। দুইশো বছরে এই রোগে মারা যায় প্রায় ১০ কোটি মানুষ।

১৩৩৪ সাল

"গ্রেট প্লেগ অব লন্ডন" হিসাবে স্বীকৃত ১৩৩৪ সালের প্লেগ আসলে ছড়ায় চীন থেকে। এরপর ইতালির ফ্লোরেন্স শহরেই ছয় মাসে প্লেগে মারা যায় ৯০ হাজার মানুষ। পুরো ইউরোপ জুড়ে মারা যায় আড়াই কোটি মানুষ।

১৩৪৬ সাল

এশিয়াতে ১৩৪৬ সালে প্লেগ মহামারী আকার ধারণ করে। ইতিহাসে তা" দ্য ব্ল্যাক ডেথ" হিসেবে পরিচিত। এই প্লেগ রোগ পরে ইউরোপে ছড়িয়ে পরলে ইউরোপে ৬০ শতাংশ মানুষ মারা যায়। চার বছরে এশিয়া ও ইউরোপে মারা যায় ৫ কোটি মানুষ।

১৫১৯ সাল

বর্তমানে মেক্সিকোতে ১৫১৯ সালে স্মলপক্স ছড়িয়ে পড়লে দুই বছরে মারা যায় প্রায় ৮০ লাখ মানুষ।

১৬৩৩ সাল

ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস বাসীদের মাধ্যমে ১৬৩৩ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে স্মলপক্স ছড়িয়ে পরে। এতে প্রায় ২ কোটি মানুষ মারা যায়।

১৭২০ সাল

ইউরোপে শেষ বারের মতো ও সর্ববৃহৎ আকারে প্লেগ মহামারী দেখা দিয়েছিল, যা পরিচিত "গ্রেট প্লেগ অব মার্সেই" বলে। বাণিজ্য জাহাজের মাধ্যমে এই রোগ এসছিল। এই রোগে ১,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

১৭৯৩ সাল

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় ১৭৯৩ সালে ইয়েলো ফিভার মহামারী আকার ধারণ করে।এতে ৪৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

১৮১৭ সাল

এই সময়ে কলকাতা শহরে প্রথম "কলেরা"রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। কলেরা ব্যাকটেরিয়া দূষিত এক জলবাহিত রোগ। এই মহামারী পরে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এর মতো দেশগুলোতে ছড়ায়। এতে শুধু এশিয়াতে ১,০০,০০০ বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

১৮৬০ সাল

আধুনিক যুগে প্লেগ ছড়ায় ১৮৬০ সালে। এতে চীন, ভারত ও হংকংয়ের ১ কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়।

১৯১০ সাল

বিশ শতকের সবচেয়ে বড় প্লেগ মহামারী দেখা দেয় ১৯১০ সালে। চিনের মাঞ্চুরিয়ায় দুই বছরে ৬০ হাজার মানুষ মারা যায়।

১৯১৮ সাল

বিশ্বজুড়ে ১৯১৮ সালে 'Spanish Flu' মহামারী রূপ নেয়। এতে দুই বছরে সারা বিশ্বে মারা যায় ৩ কোটির বেশি মানুষ।

১৯৫২ সাল

আমেরিকায় ১৯৫২ সালে পোলিওতে আক্রান্ত হয় ৬০ হাজার শিশু, এতে তিন হাজারের বেশি শিশু মারা যায়।

১৯৮৪ সাল

প্রথম **HIV** ভাইরাস শনাক্ত হয় ১৯৮৪ সালে। এই ভাইরাসের কারণে এইডস রোগে সে বছরেই মারা যায় ৫,৫০০ জন।

২০০৯ সাল

বিশ্বজুড়ে ২০০৯ সালে 'Swine Flu' বা '**H1N1** Flu' ১৮,৫০০ জন মারা যায়। তবে এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ লাখ ৭৫ হাজার বলেও ধারণা করা হয়।

২০১০ সাল

হাইতিতে ২০১০ সালে ভয়ংকর এক ভূমিকম্পের পর কলেরা মহামারী রূপ নিলে ১০ হাজার মানুষ মারা যায়।

২০১২ সাল

বিশ্বজুড়ে ২০১২ সালে ভাইরাস জনিত হাম রোগে মারা যায় ১ লাখ ২২ হাজার মানুষ।

২০১৪ সাল

পশ্চিম আফ্রিকায় ২০১৪ সালে ইবোলা জ্বরে মারা যায় ১১,৩০০ জন মানুষ।

২০২০ সাল

"কোভিড -১৯" প্যানডেমিক এখনো পর্যন্ত চলমান। এই মহামারীতে পুরো পৃথিবীতে বর্তমানে ১৮,০২৬৭১৬ জন আক্রান্ত। ১৫০ টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পরা করোনা ভাইরাস ঘটিত এই রোগের উৎপত্তি ছিল চীন এবং ইউরোপের এপিসেন্টার ইতালি।

আলমগীর মণ্ডল
প্রথম বর্ষ

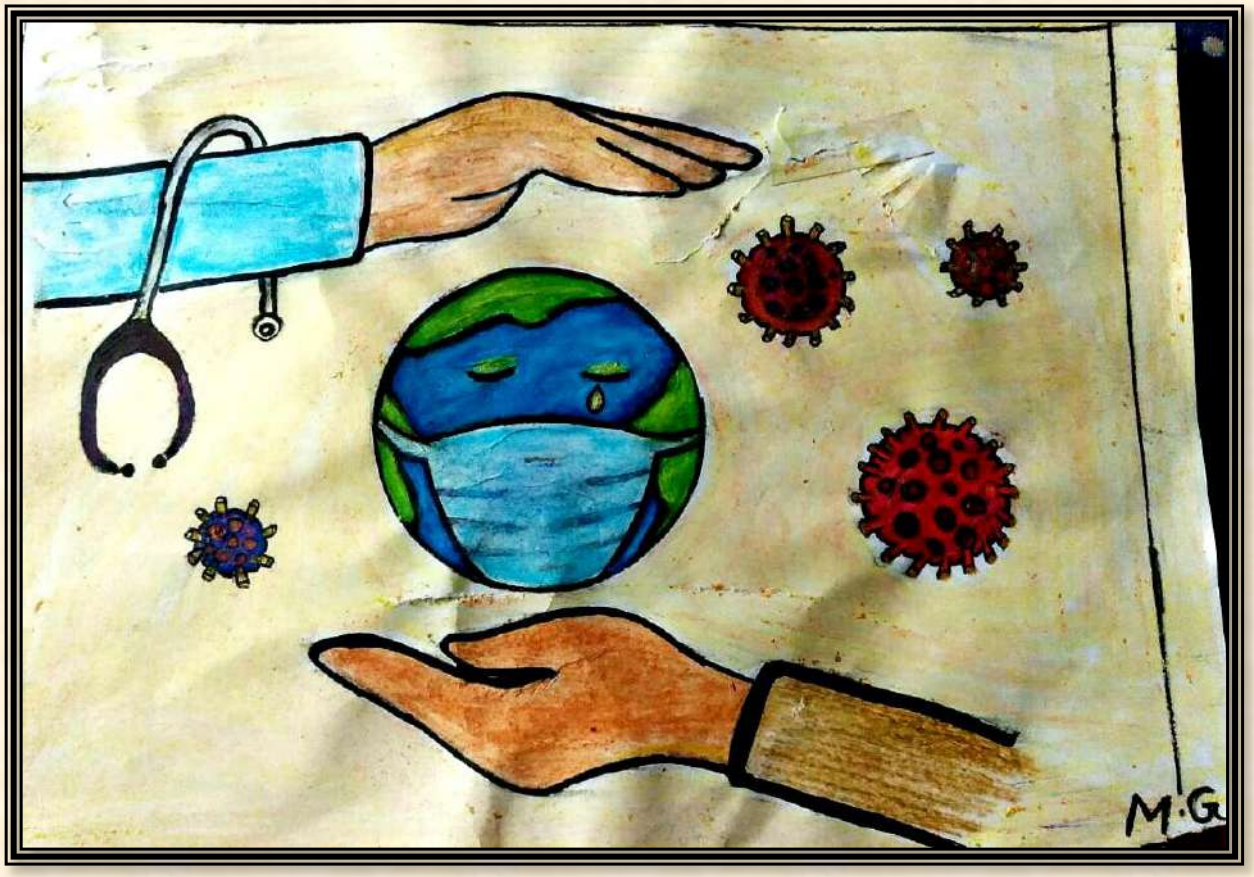

মৌসুমী ঘোষ

প্রথম বর্ষ

2020 কি সত্যিই মৃত্যুপুরী?

এ মুহূর্তে জাতির মেরুদণ্ড সমাজে ক্রনিক ব্যধি হয়ে দাড়িয়েছে করোনা ভাইরাস। এতদিন মানুষ কোনো বাধাকে ভয় না পেয়ে সমাজের সাথে লড়াই করে চলেছিল। বর্তমানেও মানব সমাজের মধ্যে এই ভাইরাস ভয়ের বীজ রোপণ করেছে।কিন্তু, ভয় পেয়ে তো নয় ,তাই বলা হয়- "ভয় নয়,মুক্তি চাই"।

মানব সমাজ আজ শবদেহের শিবির দেখতে দেখতে ক্লান্ত ।এই মারন ভাইরাস এইভাবে মানব সমাজকে বিনষ্ট করবে, তা কল্পনাও করা যায় না।হায় রে বিশ্ব । এমনই পরিস্থিতি হল যে মানুষ মানুষের মৃত্যুতে পাশেও যেতে পারছে না। সবই আজ মানব সমাজের কর্মের ফল। এতদিন পর্যন্ত মানুষ যেকোনো উপায়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের কোনো রূপ ক্ষতি করতে কুণ্ঠিত হয়নি।তাই আজ এই পরিস্থিতি মানবসমাজের পরীক্ষা নিচ্ছে। মানব সমাজকে শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে দুর্বিপাকের মধ্যেও সচেতন ভাবে বাঁচা যায়।

একাধারে মানুষের মনে দুঃখ,কষ্টের পীড়া, অপরদিকে পেটের জ্বালা মানবসমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে নিঃশেষিত করছে। অনেক সময় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দুমুঠো অন্ন জোগাড়ের জন্য সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করতে হচ্ছে। এরফলে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে চাপা পড়ে যায়। তাই তারা আত্মগ্লানিতে ফেটে পড়ে শোকার্ত কন্ঠে বলছে -

"ওহে করোনা

আমাদের মুক্তি কি হবে না ? "

কষ্টে, জ্বালা যন্ত্রনায় তাদের শ্বাস নেওয়ার উপায় নেই। এই ভাবে ভারতের অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমানতা পর্যায়ে নেমে আসা ও এই পরিস্থিতি আমাদের বিশ্ব ভুবনকে অন্ধকারের পথে ঠেলে দিচ্ছে।তাই মানবজাতি সকলে মিলে স্লোগান তোলে -

"করোনা থেকে আমরা মুক্তি চাই

চাই শুধু বাঁচতে

পারবো কি আমরা

সকল মানুষকে একসাথে রাখতে।"

এইভাবেই আমরা সকলে যে কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবোই। সাম্প্রদায়িকতা ভুলে ভেদাভেদ মুছে ভয়কে মোরা জয় করবোই। আমরাই হলাম ভারতবাসী।

ঐন্দ্রিলা পাল

প্রথম বর্ষ

একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে- আমাদের এই স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হবে তা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। করোনার করাল গ্রাস থেকে হয়তো মানুষ একদিন মুক্তি পাবে, কিন্তু পৃথিবী শান্ত হবে কিনা তা বলা মুশকিল। করোনা প্রকোপ পরবর্তীতে সারা বিশ্বে খাদ্য ঘাটতির পাশাপাশি শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার সম্ভাবনা রয়েছে,যা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

করোনা ভাইরাস সম্পর্ক আমরা সকলেই হয়তো ইতিমধ্যে কমবেশি অবগত হয়েছি।কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি সমস্ত বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও দুর্বিষহ বিষয়।যা আজ বিশ্বকে চরম সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে,মানব জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে উঠে এসেছে নানাবিধ বিতর্ক। এই ভাইরাস কি ছড়ানো হয়েছে?এই ভাইরাস কে ছড়িয়েছে?কেন ছড়িয়েছে?এই সকল জিজ্ঞাস্য গুলি অত্যান্ত বিতর্কিত। নভেল করোনাভাইরাসকে একটি ভয়ঙ্কর রাসায়নিক মারণাস্ত্র বলে দাবি করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।এই নিয়ে সরব হয়েছেন একাধিক মার্কিন বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীরা।পাল্টা জবাব দেয় চীন,তারা সরাসরি আঙুল তোলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।করোনা মহামারি মোকাবিলায় হিমশিম খেলেও দোষারোপ থেমে নেই একেঅপরের উপর।

অবশ্য অনেকটাই করোনা ভাইরাসের বর্তমান ভয়াবহতার পিছনে অন্যতম দায়ী **WHO** এর চীনতুষ্ট রাজনীতি। এই ভাইরাস সম্পর্কে ডিসেম্বরের শেষেই **WHO** জানতে পারলেও তা গোপন রাখে গোটা বিশ্বের সামনে। এই ভাইরাসের কথা বিশ্বের সামনে আসলেও তারা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করে।এই সময় ডব্লিউএইচওর কর্মকর্তা মারিয়া ভ্যান কারখোভ বলেন, এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। এছাড়া তারা নানাভাবে চীনের ভুয়সী প্রশংসা করে।

WHO-এর বিরুদ্ধে অব্যবস্থাপনা ও লুকোচুরির অভিযোগ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জাতিসংঘের এই সংস্থাকে 'চীনকেন্দ্রিক বলে মন্তব্য করেন তিনি।গত ১৪ এপ্রিল চীনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (ডব্লিউএইচও) অনুদান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।তিনি আরও বলেন, 'ডব্লিউএইচও যদি শুরুতেই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চীনের পরিস্থিতি যাচাই করতো এবং চীনের অস্বচ্ছতা প্রকাশ করে দিতো, তাহলে প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করা যেত, মৃত্যুও অনেক কম হত।'

এদিকে, ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র মহামারি নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে চীন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাও লিজিয়ান বলেন, 'চীনের উহান শহরে নয়, করোনাভাইরাসের উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে থাকতে পারে।' সংকট মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দোষারোপ করছে বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মূহূর্তে, মহামারি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও সমন্বয় প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সরিয়ে দিলে কোনো বৈশ্বিক সমন্বয় ও নেতৃত্ব ছাড়া এই মহামারি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস মার্কিন প্রেসিডেন্টের অর্থায়ন বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়ন কমানোর সঠিক সময় নয়। মহামারির মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মোড় নিতে পারে।’

করোনা পরিস্থিতিতেও ভারতের অভ্যন্তরেও নোংরা রাজনীতির খেলা ফুটে উঠেছে। পরিযায়ী শ্রমিক, অপরিকল্পিত লকডাউন, চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের ইতিবাচক রাজনীতির দিকটাও লক্ষণীয়,বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা,সতর্কতা বার্তার প্রচার, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রভৃতি উল্লেখ্য।

তবে বৈদেশিক রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাদ্যদ্রব্য চিকিৎসা মূলক সরঞ্জাম, বিশেষ করে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন সরবরাহ করে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের অবস্থান অটুট রেখেছে।

তবে পরিশেষে বলা যায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ কে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতি এখন দুই ভাগে বিভক্ত-চীন পক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্র পক্ষ। যারা পারমাণবিক অস্ত্রে শক্তিধর, অথচ তারাই আজ বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরনের লক্ষ্যে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আসলেই পৃথিবীতে আজ মানবতা বিপন্ন। চীন, ইউরোপ-আমেরিকাসহ যে সকল দেশসমূহ ভয়াবহরূপে করোনা আক্রান্ত সেসকল দেশগুলোর বার্ষিক বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের সর্বোচ্চ বরাদ্দ সামরিক খাতে, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসা ও গবেষণা খাতে নয়। আজ তারা নিরুপায়। চোখের সামনে হাজার হাজার মানুষ মরে যাচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই, প্রতিষেধক নেই। এখন প্রশ্ন হলো-বর্তমান বিশ্ব তাদের বার্ষিক বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে দিবে কি? অথচ মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে প্রধানত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নকেই বোঝায়।

যেখানে আমরা পৃথিবী নামক গ্রহকে আজও মানুষের জন্য বসবাস যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেনি, সেখানে এই পৃথিবীর মানুষই কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে ভিন্ন গ্রহ আবিষ্কারের নেশায়। তবুও আমরা আশায় থাকি হয়তো কোন একদিন মানবতার জয় হবে। আজ করোনাভাইরাস এর ভয়াবহ সংক্রমণে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। এটাই হয়তো মানুষের বিবেক জাগিয়ে তুলবে, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা রহিত করে মনুষ্যত্ব শেখাবে, প্রাধান্য পাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত।

ওমর ফারুক
তৃতীয় বর্ষ

করুনাতে নয়

এই পৃথিবীর সৃষ্টি মোরা ,

মরব জানি, সময়ে মরব

সচেতন মানবসেবায় রুখে দেবে,

করোনা তুমি তো সৃষ্টিকর্তা নয়!

কীসের জন্য এতো ভয়!

আত্ মানুষের পাশে থেকে মৃত্যুকে করব জয়,

করোনার করুনাতে নয়।

সকলে সেবার ঝান্ডা ধরি,

নিশ্চিত শুনব বিজয়ের ধ্বনি।

স্বাস্থ্যকর্মী করোনার বিরুদ্ধে লড়ে যাও,

দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে তোমরা পাবে বীর মুক্তিযোদ্ধার মান।

যতদিন করোনা মহামারী,

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলি।

হৃদয়ে সাহস,

মানুষে মানুষে বিশ্বাসের বুলি ,

বিদ্রোহী কন্ঠে বলি তোমাকে ছাড়তেই হবে পৃথিবী।

তোমার বিরুদ্ধে করেছি যুদ্ধ ঘোষণা

ডাক্তার-পুলিশ আমাদের গর্বিত সেনা।

করোনা তুমি তো ঈশ্বর নয়!

বুকে বসবাস আল্লাহ- ভগবান,

সামনে বাড়িয়ে শপথের মুষ্টিবদ্ধ হাত

করিস নে ভয়!

অসুস্থ ভুবন সুস্থ করব,

এনে দেব সুপ্রভাত।

মিজানুর দফাদার

দ্বিতীয় বর্ষ

করোনা ঝড়ে অন্য পৃথিবী

এতোদিন আমরা কতই না মজা করতাম খাঁচার বন্দী জীবজন্তুকে নিয়ে? কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! করোনা নামক এক ভাইরাস এর ত্রাসে আজ আমরাই বন্দী ঘরের কোণে। চেনা জানা পৃথিবীটা কেমন যেন অচেনা হয়ে যেতে লাগল। বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই,আছে শুধু সুন্দর একটা সকালের অপেক্ষা। হয়তো বিধাতা আমাদের কেউ বন্দীর স্বাদ অনুভব করার সুযোগ দিয়েছে! বুঝিয়ে দিয়েছে কেউই থাক তে চাইনা খাঁচায়।

"বন্দী আজ আমরা বহুদিন,

মাসের পর মাস।

বন্দী যে শ্রেষ্ঠ জীব,

তারা আজ বড়ই আসহায়!"

স্বাধীনতা সবাই চাই। তা কারো থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। তবে একটা সময় আমরা এই প্রকৃতির উপর কতই না অত্যাচার করেছি, নিজের ইচ্ছে মতো তদের বলি দিয়েছি। সে জন্যই মনে হয় প্রকৃতি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। বুঝিয়ে দিয়েছে এ পৃথিবী মানুষের একার নয়। বুঝিয়ে দিয়েছে মানুষ শক্তিশালী নয়; হয়তো আমরা বুঝেছি আজ, যে সকলকেই নিজের মত করে বাঁচার সুযোগ দিতে হয়। বুঝে গেছি আজ, যে একটা অণুজীবের কাছে আমরা কতটাই অসহায়!

এখন আমরা ঘরের কোণে বন্দী,সেখান থেকেই বিশ্বকে দেখছি করুণ দৃষ্টিতে। আজ বুঝেছি আমরা যে, ধর্মের ভেদাভেদ, সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক স্বার্থ এসবই ভ্রান্ত। বুঝেছি টাকাই মানুষের কাছে সব নয়, কিন্তু এই টাকাই মানুষের মাঝে বিভেদের প্রাচীরটা দাঁড় করিয়েছিল একটা সময়।

দেখতে দেখতে আক্রান্তের সংখ্যাও আজ আকাশ ছোঁয়া। নেই বেড হাসপাতালে, সাথে আছে রক্তের সংকট ! কাজ হারিয়েছে আজ অনেকেই, হারিয়েছে অনেকে আপনজন। দ্রব্যমূল্যও আজ আকাশ ছোঁয়া। করোনার দাপুটে চেহারা আর ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আজ দ্বিধাগ্রস্ত। করোনা আর ক্ষুধার জ্বালা পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করার পথে।

তবে প্রায়ই সংবাদ মাধ্যম আর স্যোসাল মিডিয়াতে দেখছি অনেকেই দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ বিলির বন্দোবস্ত করছে। করছে তাদের মুখে অন্ন তোলর ব্যবস্থা।

"নিম্নবিত্তের ত্রাণ আছে,

আছে উচ্চবিত্তের কাছে টাকা।

কাজ হারিয়ে তারা আজ

বড়ই একা,মধ্যবিত্ত যারা।"

হ্যাঁ তারা আজ বড়ই দুর্দিনে, সেই খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত সমাজ। যারা না পারছে কারো কাছে চাইতে, না পারছে ক্ষুধার জ্বালা চেপে রাখতে।

দেশ বিদেশের কলকারখানা প্রায় সবই বন্ধ। দেশ-দেশান্তর থেকে কাজ হারিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকেরা আজ বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল। ফিরছে তারা পায়ে হেঁটে, কেউবা চাকার নীচে প্রাণ হারাচ্ছে আবার কারো পায়ে রক্ত ঝরছে,কেউবা পথেই প্রিয়জনদের হারিয়ে বাড়ি ফিরছে। পরাজিত তারা আজ জীবন যুদ্ধে!

বিশ্বের প্রতিটি দেশ আজ লড়াই করছে এই মারণ ভাইরাসের সাথে। তবুও কেউই পারছে না রুখতে। প্রতিদিন ই রাস্তা দিয়ে করোনা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হয়তো কেউ ফিরে আসছে, আবার কেউ বা চিরতরেই হারিয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। হয়তো কিছু দিন পর এই ভালো খারাপ বিচারের জন্যও থাকবে না কেউ! তবে লড়ছে বিজ্ঞান শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। তারা পারবে কি রুখতে? পারবে করতে দমন এই মারণ ভাইরাসকে?

"লড়ছে বিজ্ঞান শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে,

দেখছে স্বপ্ন নতুন সকালের।

ওহে বিজ্ঞান করো লড়াই তোমরা আজ,

শেষ হাসি তোমরাই হাসবে।"

সত্যিই বিচিত্র জীবন। এই করোনা ভাইরাস আজ মানুষের মনে কিছুটা মানবতা জাগিয়ে দিল। পাড়ার একজনের করোনা নমুনা পরীক্ষায় প্রার্থনারত সকলে। করোনা ভাইরাস প্রমাণ করে দিল টাকা খ্যাতি সবই তুচ্ছ প্রকৃতির মারের কাছে। ধন্যবাদ নভেল মানুষের মনে এই মানবিকতার আলো জ্বালানোর জন্য।

"ওহে করোনা তুমি আজ ধন্য,
তুমি জ্বালিয়ে দিলে মানব মনে মানবতার আলো।"

রাকিবুল ইসলাম
তৃতীয় বর্ষ

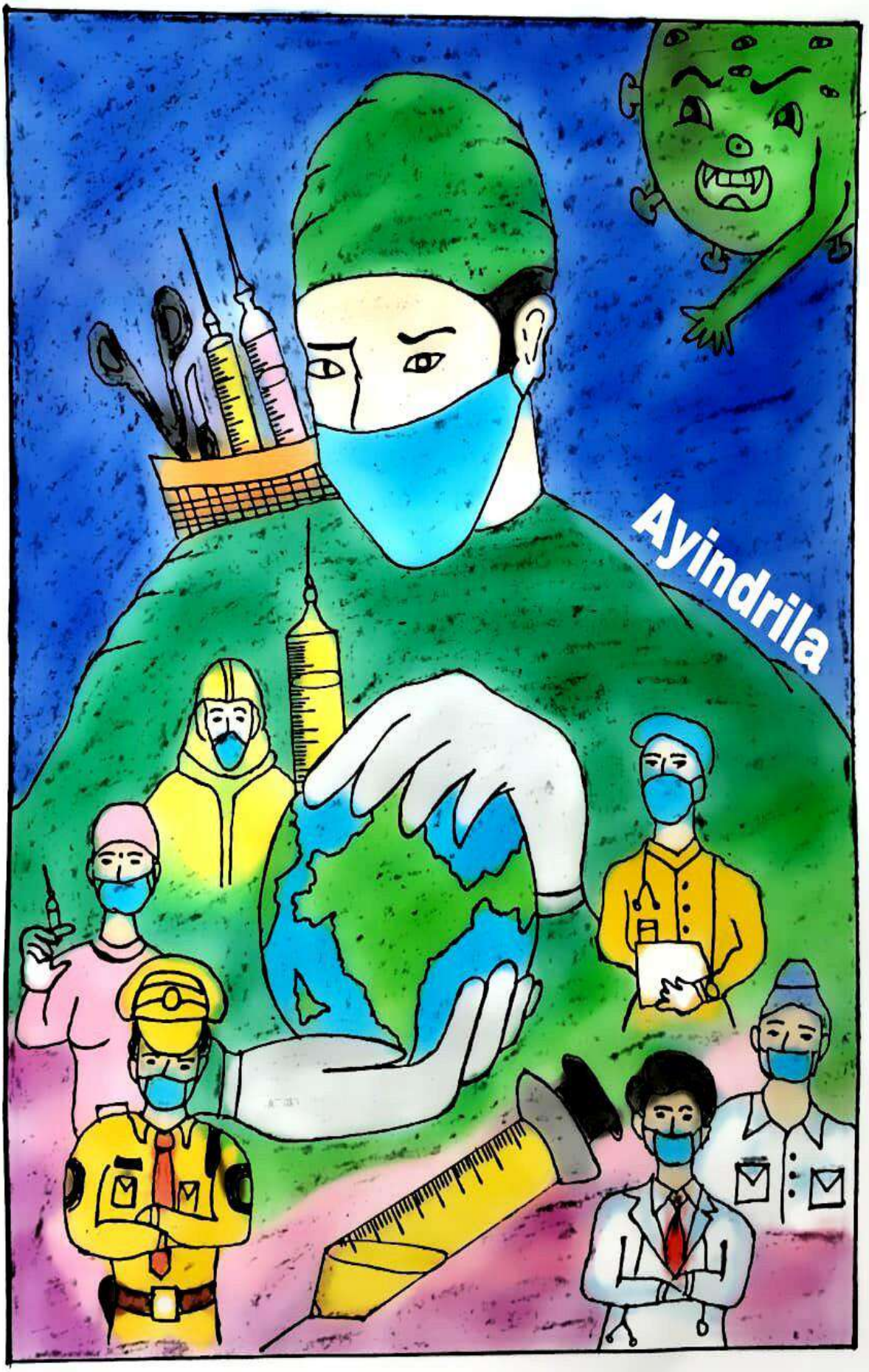

ঐন্দ্রিলা পাল
প্রথম বর্ষ

করোনায় বদলাচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে ভয়ঙ্কর কোভিড-১৯-এর দাপটে সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজ সংকটে।প্রায় চার মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ঝাঁপ। তাই স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ক্লাসরুমের প্রচলিত ব্ল্যাকবোর্ড,চক,ডাস্টার এর পড়াশোনা আর খেলাধুলা, কলেজ ক্যান্টিন এর আড্ডা। যার ফলে পড়ুয়াদের মনে একাকীত্ব গ্রাস করছে, বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। করোনাভাইরাস ছাত্রদেরকে খাঁচা বন্দি করে ফেলেছে।তারা আজ খাঁচা বন্দি পাখির মতো পাচ্ছেনা- মুক্তির স্বাদ ,স্বাধীন জীবন।

করোনার এখনোও পর্যন্ত কোন ভ্যাকসিন বা ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তাই সারা বিশ্বজুড়ে করোনা মোকাবিলার একমাত্র পন্থা সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা। যার ফলস্বরুপ লকডাউন অর্থাৎ গণপরিবহন, অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ এবং স্তব্ধ স্বাভাবিক জনজীবন। শিক্ষাব্যবস্থা চলমান এক পদ্ধতি। আর এই পরিস্থিতিতে তা চালু রাখার চেষ্টা চলছে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে। এখন অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে-গুগোল মিট, জুম, মাইক্রোসফ টিম প্রভৃতি অ্যাপ ব্যবহার করে। ক্লাসরুমে যেমন শিক্ষক ও ছাএরা একে অন্যকে দেখতে পায়, ঠিক তেমনি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রদেরকে দেখতে পান এবং ছাত্ররা শিক্ষককে। ইংরেজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে **'out of sight,out of mind'** অর্থাৎ চোখের আড়াল হওয়া মানে মনেরও থেকেও দূরে সরে যাওয়া। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সরাসরি চোখের সম্পর্ক লকডাউন এর জেরে কমলেও ইন্টারনেটের সৌজন্যে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি-আছে ক্রিয়াশীল ও বিরাজমান। কিন্তু তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে কতটা আকর্ষণীয় মনোগ্রাহী- তা নিয়ে তর্ক রয়ে যায়। কিন্তু করনার প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কার সুন্দর বন্ধুত্বতাকে ভাঙছে। 'মহীনের ঘোড়াগুলি' ব্যান্ডের গান আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের সকলকে-'পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি, আহা হা হা, আ হা,আ হা হা,আ..'।

ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। এখনো এক বিরাট সংখ্যক পড়ুয়ার কাছে ইন্টারনেটের সুবিধা নেই। যদিও প্রায় ৫০% পড়ুয়ার কাছে এখন স্মার্টফোন আছে। তবে এটাও ঠিক যে, ভারতবর্ষে যদি করোনা আক্রমন না করতো তাহলে অনলাইন শিক্ষা একটা কল্পনা হয়ে থাকতো, কখনো বাস্তবায়িত হতো না।বিমুদ্রাকরণ ভারতের অর্থনীতিতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছিল, করোনার আগমন শিক্ষাক্ষেত্রে ঠিক সেই বিপ্লব এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ওয়েবিনার ব্যবস্থা করছে- যা চমকপ্রদ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক উন্মোচন করবে আশা করি। কিন্তু বিজ্ঞানের হাতে-কলমে কাজ কোনভাবেই করা যাবে না অনলাইনে। তাই সমস্যা আছে তা মানতে হবে।

ভারতের সাধারণ স্কুল শিক্ষায় অর্থাৎ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষায় ইস্কুলের কার্যকারিতা নিয়ে খুব বেশি স্বপ্ন না দেখাই মঙ্গল। মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অসংখ্য নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়ার বিদ্যালয় মুখী হওয়ার একটা প্রধান কারণ দুপুরের দু'মুঠো অন্ন- যার দিকে তাকিয়েই তাদের পড়াশোনা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে দেশজোড়া অনলাইন ক্লাসের গল্প আদতে পরিহাস।

করোনার করালগ্রাস এর কারণে মার্চ থেকে শুরু হওয়া ডব্লুবিসিএইচএসই এর উচ্চমাধ্যমিক, সিবিএসসিও আইসিএসসি র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, কলেজের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার সমস্ত বাতিল হয়ে গেছে। যার ফলে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী অর্ধেক পরীক্ষা দিতে পারিনি।কিন্তু পরীক্ষার্থীদের আগামী জীবনযুদ্ধ থেমে থাকবে না, সেই কথা ভেবে হওয়া বিষয়ের পরীক্ষাগুলোর নম্বর না হওয়া বিষয়গুলিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ব্যাপক অবমূল্যায়নে আশঙ্কা থাকছে।পড়ুয়ারা বুঝতে পারছে না নিজেদের অবস্থান এবং তাদের অন্ধের হস্তী দর্শনের মত অবস্থা। ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ বছরে নাম্বার দিয়ে সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ করোনার জেরে নাম্বারের চৈত্র সেল চলছে।

করোনা পরিস্থিতির জন্য এবছর সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। তাই ব্যাপক সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী হতাশাগ্রস্থ। এবছর অনেকের চাকরির পরীক্ষায় বসার বয়স শেষ, ফলে তারা চরম দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার মধ্যে আছে। করোনা জেরে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম সংকট নেমে এসেছে।এর ফলে সরকার ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটছে।উদাহরণস্বরূপ পূর্ব রেলের ব্যয় সংকোচনের জন্য এ বছর থেকে ১৮৫২টি পদ লুপ্ত করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে এমনিই চাকরি আকাল তাতে আবার করোনা জেরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের জন্য কর্মী সংকোচন হচ্ছে।যার ফলে নবীন পড়ুয়াদের একাংশ পড়াশোনায় অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে, বলছে- পড়ে কি হবে,চাকরি তো নেই?

সবশেষে আসা যাক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় ভারতবর্ষের সবথেকে মেধাবী পড়ুয়ারা বিদেশে যায় বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাই গবেষণার কাজে বেশি বিদেশে যান।প্রাথমিক সমস্যা তাদের দেশে ফেরা নিয়ে। আর এই বছর যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে যাওয়ার কথা, তারাও এখন ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন। ফলে করোনা জেরে উচ্চশিক্ষা এখন ঘোর প্রশ্নচিহ্নের মুখে, কি হবে আগামী দিনে বুঝতে পারছেন না কেউই?

করোনা কেড়ে নিয়েছে শিক্ষার স্বাভাবিক ছন্দ, কেড়ে নিয়েছে- ছাত্র জীবনের সম্প্রীতি,খেলাধুলা, আনন্দ, ভেঙেছে ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক। ফলে সব কিছু ঠিক হয়ে কবে ফিরে আসবে স্বাভাবিক ছাত্র জীবন তার অপেক্ষায় রইলাম·····।

প্রান্তিক মন্ডল
প্রথম বর্ষ

করোনা তোমার প্রতি

করোনা তুমি অমোঘ, অব্যক্ত, অনুচ্চ ,নিরুচ্চার এক নাম

হয়তো তুমি নও কন্দর্পজয়ী সৌন্দর্য দেবী

তবুও তোমার দৃষ্টি নয়নাভিরাম ;

তুমি পথিক বিনিদ্র রজনীর, তুমি সঙ্গী বৈভব নীলাম্বরীর।

তুমি এক জীবনভেদী ধ্বংসের বিজয়রথ

তুমি বন্ধু স্বেচ্ছাচারীনির।

সাথে নিয়ে এসেছো তুমি একরাশ দুর্দশা,

বিশ্বের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা।

আজ আমরা এই নিশাবসান এর অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত,

কে দেবে আশা ?কে দেবে ভরসা? যে আমরা ভাঙবো ব্রত।

দূরে সরিয়ে রাখো তোমার মদমত্ত মাতঙ্গের রূপ

রাখো তোমার বজ্রের শক্তি, সূর্যের দীপ্তি ,মহাশৃঙ্গ সম শৌর্য।

ফিরিয়ে দাও মানবমনের সেই পূর্বের প্রশান্তি,

নতুবা তুমি হবে বিশ্ব ইতিহাসের এক ঘৃণিত প্রাচুর্য।

আবির হাসান মন্ডল

দ্বিতীয় বর্ষ

ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে করোনা ভাইরাস

ক্ষুধা, এটা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের আজকের অসুখ না।প্রাচীন,মধ্যকালীন ও বর্তমান ভারতে এ অসুখ দেখা দিয়েছে বারেবারে । যুগে যুগে যতবার মহামারী এসেছে ততবার ক্ষুধার প্রকোপ বেড়েছে।দেখা দিয়েছে রাজা তথা সরকারের রাজকোষে ঘাটতি, বর্তমান ভারতও তার ব্যাতিক্রম নয়। বিশ্বের স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি ১০০ বছর অন্তর এইরকম ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।এই রকম এক ভাইরাস যা বর্তমান পৃথিবীকে তোলপাড় করে রেখে দিয়েছে,নাম তার "করোনা ভাইরাস" বা "COVID – 19"।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ যখন শুরু হয়েছিল তখন কারোর চৈতন্যদয় হয়নি,যখন প্রকোপ বৃহৎ আকার ধারন করে তখন আমরা এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলাম যে আমাদের দেশের জনমানব কর্মহীন হয়ে পরেছে।এই কর্মহীন জনমানবের ফলে দেশে দেখা দিয়েছে চরম অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্ষুধার প্রকোপ।

ক্ষুধার প্রকোপ যেন একবার এলে আর ফিরতে চায়না।ক্ষুধার মূল উপাদান হচ্ছে খাদ্য; যার জন্য মানুষ নিয়মিত,নিরন্তর পরিশ্রম করছে বহুকাল থেকেই–আজ সে-টারই অভাব।তবুও করোনা পরিস্থিতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা তো আর ক্ষুধাকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আবার খাদ্য বা ক্ষুধার প্রকোপেই জন্ম দেয় অপুষ্টির, আর যার ফলে আমাদের সমাজের তো ক্ষতি হয়, বেশি ক্ষতি হয় শিশু সমাজের।

বর্তমান ভারতের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে "ক্ষুধা" – এ যেন সেই সুকুমার রায়ের গল্প "অবাক জলপান" ।অন্তত ২০ কোটি ভারতীয় রোজ খালিপেটে থাকেন।ভাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বছরে প্রায় এক কোটি মানুষ প্রান হারান।আর বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা আক্রান্ত ও লকডাউনের ফলে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

তবে ক্ষুধা বলতে ১৭৭০-৮০দশকে যে প্রতিচ্ছবি ভারতে দেখা গিয়েছিল,সেই অর্থে ২০২০ তে দাড়িয়ে করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট খাদ্য সংকটের প্রতিচ্ছবি তুলনামূলক নগন্য। আশাকরি সবাই জানে যে ১৭৭০-৮০এর দশকের ক্ষুধার প্রানবন্ত মানুষ ভাতের ফ্যান চুরি করে খেয়েছে। সেই অর্থে বর্তমান পরিস্থিতিতে সৃষ্ট খাদ্য সংকটে এই ছোট উদাহরণের দৃষ্টান্ত তো চোখেই পড়ে না।কারন যে পরিস্থিতিতে প্রত্যেক রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার দেশবাসীকে দেখছেন তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের।

আমি মনে করি নে যে Facebook ও What's app এ বড় বড় স্ট্যাটাস দিয়ে ভারতের ক্ষুধার্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা যায়।এর জন্য দরকার হয় সঠিক মানসিকতার। কারন "ক্ষুধা"–

“না মন্দির কে জানে,না মর্জিদ কে জানে?

এই যে পেটের ক্ষুধা, এ শুধু ভাতের আঠাকে চেনে।। “

তাই সঠিক মানষিকতার মাধ্যমে আমাদের সরকারের সাথে এক হয়ে এই করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং এক নতুন বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে।যে বিশ্ব হবে মানবিকতার বিশ্ব,যে বিশ্ব সবার প্রতি সবার স্রদ্ধার বিশ্ব,যে বিশ্ব হবে প্রত্যেক যুবকের কর্মমুখী হওয়ার বিশ্ব।তাই হিংসা ভুলে গিয়ে,বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে,ধর্ম ভুলে গিয়ে লড়াই করতে হবে একতার লড়াই,মানবিকতার লড়াই।এর মাধ্যমেই জয় হবে আমাদের ঐক্যের লড়াই তথা মনুষ্যত্বের লড়াই।

জ্যোতি গায়েন
৩য় বর্ষ

মানুষের দল নাকি ধার্মিকের দল

রাত তখন প্রায় দুটো।কাঁসা-ঘণ্টা আর উলুর শব্দে মাতলো রামঠাকুরের বাড়ি।প্রথম সন্তান বলে কথা তা হবে নাই বা কেন? ঠাকুররানী দিন-ক্ষণ, পাজি-পঞ্জিকা, নক্ষত্র-তিথি দেখে বড়ো সাধ করে মেয়ের নাম রাখলেন অন্তহীনা।ঠাকুর তাকে আদর করে অন্ত বলেই ডাকতো।

বছর পাঁচেক পর অন্ত বেশ দৌড়া-দৌড়ি, তর্কা-তর্কি, শিখলেও পারিবারিক রীতি রেয়াজ তেমন কিছুই শিখতে পারে নি।ঠাকুররানী বেশ কয়েক বারই মেয়েকে রাগান্নিত আবার স্নেহভরে মেয়েকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি।

সবার মুখে মুখে 'অন্তটা যেন কেমন', ঠাকুরবাড়ির সাথে এক্কেবারেই যায় না।তবে সবার অপছন্দের হলেও এখন ঠাকুরের মনের মানুষ-প্রাণের মানুষ যাকে বলা যায়, তা যেন এই অন্তই।ঠাকুর সর্বদা মেয়েকে 'তিলোত্তমার তিল তিল করে জমানো শ্রেষ্ঠত্ব-স্বতন্ত্র শিখিয়ে চলছেন, আর অন্তও যেন সেগুলো তৃস্নাত চাতক পাখির মতো গো -গ্রাসে গিলছে।

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে ঠাকুরবাড়িতে যেন হুলুস্থূল কান্ড বেঁধে গেলো, শোনা গেলো ইন্টারনেটের ভুরি-ভুরি খবর, ২৪ঘন্টার বকাবকি, কোনো এক ভাইরাস নিয়ে, যা নাকি মানুষের হাহাকার-মহামারী।শুরু হয়ে গেলো ঠাকুর বাড়ির পূজার্চনা, যা নিয়মের থেকে একটু বেশিই বটে।ঠাকুররানী খবর শোনা মাত্র সংযম ও পরদিন উপবাস করবেন বলে ঠিক করেন।পূজার বিশেষ আয়োজন করতে ঘেন্টু চাকর দৌড় দিলো বাজারে, রানীর আদেশ বলে কথা।

শুরু হয়ে গেলো ধুপ-ধুনো, ঢাক-ঢোল আর উপবাসের পালা।রানী তার সহচরীদের নিয়ে ধর্নায় বসে গেছে যেন ঠাকুরতলায়।এসব দেখে অন্ত বড়োই দিশেহারা হয়ে।সে মনে মনে বলতে থাকে ~"মন্ত্র যে-মুহূর্তে খাটে না সে মুহূর্তেই ওর আর জোর নাই;রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়"।

বাইরে কলের পুতুলদের ছোটা -ছুটি আর তেমন করে দেখা যাচ্ছে না।গত এ কদিন ধরে তারা বড়ো ক্লান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে।সাথে চলছে ঘরোয়া আড্ডা-ইয়ার্কি, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, কনফারেন্স-ভিডিও কল আরও কত কি!

এর মধ্যে রানীর পূজা শেষ হতে না হতেই অন্তর প্রশ্ন করার পালা শুরু হলো।সে একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে~"ঈশ্বর কি ","আমাদের কি ঈশ্বর বলা যায় না? "এই প্রশ্নেরউত্তরে ঠাকুর বাড়ির সবাই যেন একটু বিপদে পড়লো। সারাদিনের ধর্ম-কর্ম ঈশ্বরের আরাধনা হলেও, এই প্রশ্নের উত্তর তাদের অজানা ছিল, ঠাকুরবাড়ির অনেকেরই।তবে আভিজাত-আমিত্ব বোধে প্রায় অনেকেই

নিজেদেরকে ঈশ্বর বলে দাবি করলেও, ঠাকুর বাড়ির কেউই ঈশ্বরকে আমিত্ব এর আত্মার সাথে মিলিয়ে দিতে রাজি নন।তাদের মত ~

"ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সব কিছুরই হিসেবে রাখেন, তার কখনো ভুল হয় না "।

অন্তরের প্রশ্ন এইখানেই, ঈশ্বর যখন সর্ব শ্রেষ্ঠ, তাহলে তার এতো ভুল হচ্ছে কি করে?কবির ভাষায়-একজন শিশু(গরিব/ধনী)ফুটতে থাকা এক ফুলের মতো, তাহলে এতো ভিন্নতা এলো কোথা থেকে? সর্বশ্রেষ্ঠর এমন ভুল যেন সে কল্পনাই করতে পারে না।

অন্ত প্রথম থেকে অপছন্দের হলেও, আজ যেন বড়ো অসন্তোষ এর পাত্র হয়ে উঠেছে। দাম্ভিকত্ব-আমিত্ব না থাকার দরুন একজন শিশু নিজের ভুল শুধরে, পুরাতনকে ভেঙে নতুনত্ব এ পদার্পন করতে পারলেও, আমাদের কাছে তা বড়োই অসর্মানের।প্রশ্ন মনে দোলা দিলেও, চেষ্টা করেও আমরা কঠিনের আবরণকে ভাঙতে পারি না।এ কেবলই আমাদের ভুল না তো?

মহামারীর ভয়ানক আর্তনাদ পূজার্চনাতে মিটবে না আশংকা করে, রানী এবার বিবিধ টোটকার আয়োজনে বসলেন, মুখে না মানলেও কাজে বৈজ্ঞানিক পথেই।

রবিঠাকুরের "ঘরে-বাইরে "থেকে আমরা সকলেই জানতে পারি, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটালেও দিনের শেষে আমাদের সকলকেই ঘরে ফিরতে হয়, যে ভাবে মক্ষিরানী ফিরেছিলেন।।

পিঙ্কি বণিক
প্রথম বর্ষ

করোনাপ্রবাহে সাধারণ শ্রমিকের জীবন

— (সংলাপ)—

প্রথম দৃশ্য—

(বিপুল এক সাধারণ শ্রমিক । সে নরেনবাবুর পাটের মিলে কাজ করে । অতি কষ্টে তার ছোট সংসার টা চালায় । কিন্তু বর্তমানের করোনা পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে তার জীবন । বাড়িতে বসে থেকে সে আজ সে ক্ষুধার্ত ।)

হঠাৎ নরেনবাবু তার বাড়িতে এসে হাজির হলেন । তাকে দেখতে পেয়ে বিপুল বললো ——

বিপুল :(খানিকটা ব্যাস্ত হয়ে)কর্তামশাই, আপনি ! আসুন ! আসুন ! ওরে গিন্নি , একটা টুল নিয়ে আয় তো দেখি, কর্তামশাই এসেছেন , বসতে দি ।

নরেন : হ্যাঁ , সে তো বসবোই , সে আবার বলতে লাগে , আমি সংকোচ বোধ করিনে ।

বিপুল : হ্যাঁ কর্তামশাই ,বলছিলাম যে - আমাদের কারখানার কাজ টা কবে শুরু হবে ?অনেকদিন হয়ে গেলো ।

নরেন :সে তো জানি .বন্ধ আছে । চারিদিকে করোনা তে কত মারা যাচ্ছে নে ? তাই সব বন্ধ করে দিয়েছে সরকার । সব দোকানপাট ,কারখানা, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে । সব ঠিক হলে তবে আবার সব চালু হবে ।

বিপুল : না , মানে, কর্তামশাই বাড়িতে চাল-ডাল কিছুই নাই । লোটনের ইস্কুল থেকে কিছু পেয়েছিলাম । আর আমার কিছু পয়সা দিয়ে এই দুই মাস চালিয়েছি । কিন্তু এখন কি করবো ?

নরেন : তুই কি করবি সেটা আমি কি করে বলবো , আমি তো আর নিজের ইচ্ছাতে দোকান বন্ধ রাখিনি । দেশের অবস্থা ঠিক না হলে কি আর করা যাবে ?

বিপুল : কর্তামশাই , এমন করে আর কতদিন চলবে ?আমাদের তো আর বাপের জমিদারি সম্পত্তি নাই , যে তা দিয়ে সাতপুরুষ বসে বসে খেয়ে যেতে পারবো । আমাদের আজ কাজ করো , আজ খাও আর না কাজ করলে না খেয়ে থাকো , (কথাটা বলে বিপুলের গলা শুকিয়ে গেলো) ।

নরেন :দেখো , ভায়া , আমি তো আর এই দেশের সরকার না ,যে তোমার কথামতো কারখানা চালু করবো । এসব আমাকে বলতে এস না , কোনো লাভ নাই ।

বিপুল : বাবু , এরকম বলবেন না , আমরা দিন আনি , দিন খাই । পরিশ্রম আমাদের রক্তে মিশে আছে , বাড়ি থাকতে বললে আমরা কি বাড়ি থাকতে পারি ?কলকারখানায় যে আমাদের আসল বাড়ি যেখানে দিনের সমস্ত সময়টা কাটাতাম ।

নরেন : এসব আমায় শোনাচ্ছো কেন ? আমি কি করবো ? দেশের সরকারের হাত পা বাধা. তাহলে তুমি আমি কি করতে পারি ?এই যা হচ্ছে তা মেনে নিতে হবে ।

বিপুল :কর্তামশাই , এমন করলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো (বিপুল কান্না তে ফেটে পড়লো) ।

নরেন : দেখো বিপুল , কেঁদে কেটে কোনো লাভ নাই , আমাকে শত বললেও কারখানা চালু হবার নয় । মরো , বাঁচো আমার কি ? আমার সংসার আছে তোমায় আমি সাহায্য করতে পারবো না । আচ্ছা আমি বরং চলি ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—— (বিপুল একঠাঁয়ে উঠোনে বসে রইলো । সে হতবম্ব । যে মানুষটার আগামীর কোনো ঠিক নাই । কিন্তু কে বুঝবে তার এই যন্ত্রনা । বাবা হয়ে তাদের মুখে দুটো অন্ন না তুলে দিতে পারার ব্যর্থতা । তার রোজ ১৫০ টাকা পারিশ্রমিকে সংসার চলে , কিন্তু নেই আজ কোনো সঞ্চয় , কোনো ভবিষ্যত ।)

এমন সময় বিপুল এর স্ত্রী হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হাজির হলেন ————

গিন্নি :কি গো ?উনি কিছু মুখে না দিয়েই চলে গেলেন ?

বিপুল :কি খেতে দেবে শুনি ?মানুষ আজ মানুষ কে চিনলে না ? করোনা ভাইরাস নাকি দুর্ভিক্ষ কি লেখা আছে আমাদের কপালে ? ভাগ্যের কি পরিহাস দেখো , আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য লক ডাউন , কিন্তু খিদে পেলে কে মানবে এই লক ডাউন । পেটের খিদে তে সামান্য প্রাণীরা কি না করে ? আর আমরা তো মানুষ ।

(হয়তো এই অবস্থা মহামারী থেকে দুর্ভিক্ষে পরিণত হতে পারে , ১১৭৬ এর বঙ্গাব্দে দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে কত মানুষ । এমনকি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে কত জন ? কে হিসাব রাখে ?)

গিন্নি : ওগো , তুমি চুপ করো (অশ্রু ঝরে পড়ছে তার নয়ন থেকে) ।

বিপুল : কেঁদে কি হবে গিন্নি ? চোখের জলের বিনিময়ে কেউ দুমুঠো অন্ন দেবে না । কেউ বলবেনা খেয়েছো বিপুল ? পরিশ্রম করলে অর্থ আসে , কিছু মানুষ সেই অর্থ দিয়ে সুখে দিন কাটায় , সেই অর্থের কিছু অংশ পেলে হয়তো — একটা গরিব স্বর্গসুখ পেতো । আমি একটা জিনিস বুঝেছি , জানো

গিন্নি , পৃথিবীতে লক ডাউন এ কিছু পাল্টায়নি , পাল্টায়নি ধনী গরিব ভেদাভেদ । পাল্টায়নি খুদার জ্বালা শুধু পাল্টেছে গরিবদের মৃতদেহের সংখ্যাটা ———

বিপুল এই টুকু বলে উঠানে বসে পড়লো । হতাশা তাকে গ্রাস করেছে । আজ সে নিঃসহায় । কেউ নাই তাকে সাহায্য করার মতো ?

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

বিপুল কি বললো ? সাহায্য ? আচ্ছা সাহায্য কথাটা যদি বলা হয় তাহলে অনেকেই বলবেন –"আর্থিক ভাবে সাহায্য না করে মানবিকতার খাতিরে সাহায্য করা যায়" । কিন্তু , ক্ষুধা তো সহানুভূতি সহমর্মিতা এসব বোঝে না । সে এই টুকুই বোঝে যে খাবার হলো তার বন্ধু —

ক্ষুধা এর জ্বালায় মানুষ কাজ করে .জীবনসংগ্রাম এ খুদা নিবারণ করার একটাই পন্থা –"- খাটো । একজন শ্রমিক এর কাছে এর থেকে বেশি কি চাইবার আছে ?ধনী লোকেরা সব দেখেও কোনো মন্তব্য করে না ।

ভারত দারিদ্রতার দিক থেকে পৃথিবীটার প্রথম । যেখানে ৯০ শতাংশ মানুষ খেটে খায় । আর বাকি ১০ শতাংশ মানুষ উচ্চ্য শিক্ষা তে শিক্ষিত হয় । করোনা তে মৃত্যুও নাকি না খেয়ে মৃত্যু ? কি লেখা আছে এইসমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের কপালে ?

তারা একটু খাদ্য চায় । সড়কে দুটো ভাত পরে থাকলে তার মূল্য বোঝে । তারা ছেড়া কাঁথা তে বসে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে না । কিন্তু দুটো খাবারের স্বপ্ন দেখে , বাঁচবার স্বপ্ন দেখে । কিন্তু সব স্বপ্ন মিশে যাই কালো স্রোতের মতো ।

আমরা মানুষ সবার উপরে মানুষ সত্য ——মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে । তবে দেরি কেন ? মানবতা কে জাগ্রত করুন , হাত বাড়িয়ে দিন সেই সমস্ত মানুষগুলোর দিকে ।

শ্রমিক রা আমাদের দেশের কারিগর , তাদের নিপুন হাতের ছোঁয়া তে তৈরি হয় কত কিছু , তাদের কেন আমরা হারাবো , তাই শেষে একটাই অনুরোধ , আজ এই মহামারীর দিনে হাতে হাত দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলে আমাদের কাজ করে যেতে হবে ।

আমরা ভয় পাই না কোনো মহামারীকে । আমরা ভারত বাসী । এই পরিস্থিতি একদিন কেটে যাবে. যদি এক হই আমরা , মোকাবিলা করবো, আমরা তাই একটু বাড়িয়ে দিতে হবে বিপুলের মতো হাজারো শ্রমজীবী মানুষ গুলোর দিকে । তখন সবাই এক হয়ে গাইবো ভারতের জয়গান ।

রিয়া মন্ডল
প্রথম বর্ষ

অনিন্দিতা ঘোষ
ইতিহাস বিভাগ
প্রথম বর্ষ

ও ডাক্তার

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার সময় একটাই প্রার্থনা করি কাল সকালে যেন জ্বর না আসে । কর্মসূত্রে আমি ডাক্তার৷ বসিরহাট বদরতলা হসপিটালে কর্মরত। বসিরহাটের কোভিড়-19 হাসপাতালও দেখাশোনার দায়িত্বভার আমাদের। আমি সেই হসপিটালের জেনারেল প্রাকটিশনার । এই করোনা পরিস্থিতিতেও পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি । ভয় লাগে! সামনে যখন একটা সাসপেক্ট বসে থাকে,বিশ্বাস করুন খুব ভয় লাগে। পরে যখন জানতে পারি কোন পজেটিভ পেশেন্ট দেখেছি আগে [৮-১০] দিন ভাবি.. 'জ্বরটা যেন না আসে' । আমারও বাড়িতে বয়স্ক মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী আছে । মাঝে মাঝে বাবার গলা ব্যথা, কাশি,জ্বর হলেই চিন্তা হয় আমার থেকে ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে না তো ? আমার পরিবারের কিছু হবে না তো ? ছেলেটার বা মেয়েটার কিছু হবে না তো ?আর এটা শুধু আমার কথা না । আমাদের মতই সামনের সারিতে যারা দাঁতে দাঁত চিপে লড়াই করছে তাদের সবার কথা । দিনের শেষে সবাই ভাবছি আমি ঠিক আছি তো । আমার থেকে আমার পরিবারের কোনো সমস্যা হবে না তো । আজকে যখন ডঃ অরবিন্দ ঘোষের সংবাদ শুনি ,এরকম পরিণতি আমাদের যখন খুশি হতে পারে । আমার মেয়ে সৃষ্টি বলে দিয়েছে "বাবা; তুমি আর আমি কিন্তু পাশাপাশি ঘুমাবো"। তবে জানিনা সে সুযোগ কতদিন থাকবে । জানিনা কোয়ারান্টিনে যেতে হবে কি না । জানিনা বেঁচে থাকবো কিনা । তাই সবার উদ্দেশ্যে–

একদিন ঝড় থেমে যাবে জানি

শুধু নিয়ম টা একটু মানি

আবার আমরা মিলিত হব

অন্য মহা আয়োজনে

এই সহজ সত্যটা সত্যি হবে

বিশ্বাস রাখো মনে মনে।

সুদীপ্ত মালী
প্রথম বর্ষ

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমানাধিকার

বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই ভয়ঙ্কর। তার থেকেও ভয়ঙ্কর আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার। এই মহামারীর বাতাবরণ আমাদের অনেক কিছু শেখাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তার মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে বলব, সেটি হল সমানাধিকারের ধারনা। আমরা যে সর্বত্র সমানাধিকারের ধারনা পোষণ করি, তা বর্তমানে কি সঠিক ভাবে কার্যকর হয়েছে ! মারণ ভাইরাস এর কারনে আজ সারা দেশ জুড়ে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হল, তাতে করে কি আমাদের নারীদের গার্হস্থ্য কর্মে কোনো ছেদ পড়লো ? না পড়েনি ,বরং বেড়েছে তাদের শারীরিক ও মানসিক চাপ। আজ পুরুষ বাড়িতে থাকলো ঠিকই , কিন্তু সে কি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নারীকে সাহায্য করেছে ? না করেনি। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কর্মরত, সেখানে "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" এর সুবাদে 'বাবু'টি চুপটি করে সারাদিন ল্যাপটপ এর সামনে বসে, আর তার স্ত্রী সমস্ত বাড়ির কাজ শেষ করে তারপর অফিসের কাজে হাত লাগাচ্ছে। গ্রামের জীবন যাপনেও ঠিক একই চিত্র দৃশ্যমান ।সেখানেও গৃহিণী একাধিক কাজ করলেও ,তার স্বামী ঠায় বসে সাঙ্গ-পাঙ্গ দের নিয়ে গল্প-গুজব করছে। তাতে "সোস্যাল ডিসট্যান্সিং" চুলোয় গেলে যাক গে ! জিজ্ঞেস করলে বলে - "ব্যাটা ছেলেরা আবার বাড়ির কাজ করে নাকি! " কি আশ্চর্য ! তাহলে ভাবুন সত্যিই কি আমরা এরপরেও সর্বত্র নারী-পুরুষ সমানাধিকারের দাবিদার হতে পারি? তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রমও আছে ,সেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে যথেষ্ট সাহায্যও করে, তবে ভারতবর্ষে তার সংখ্যা নিছকই কম। উন্নতদেশ গুলিতে পুরুষ গৃহকর্মে যতটা সময় ব্যয় করে ,ভারতবর্ষের পুরুষেরা তার অর্ধেক সময়ও ব্যয় করে না। তাইতো এরপরেও আমরা হলফ করে কি বলতে পারি যে ,আমরা আধুনিক কিংবা আমরা সমানাধিকার নীতিতে বিশ্বাসী?

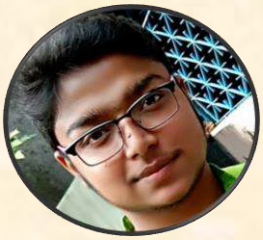

সুমন মন্ডল
তৃতীয় বর্ষ

করোনার সময়ে ঐক্যবদ্ধ আমরা। সৌজন্য-রাজু মাঝি

সবশেষে করোনা সম্পর্কে আমাদের সবার কাছে আবেদন, সবাই যেন "SMS" এর উপর গুরুত্ব দেয়।

এই "SMS" হল,

S = SANITIZE,

M = MASK,

S = SOCIAL DISTANCING

এগুলি সবাই মেনে চলুন।আর ঘরে থাকুন,সুস্থ থাকুন।

ইতি

ইতিহাস বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়